রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৪৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ২০২০

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১৯—৭২৬
২য় খণ্ড	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৬৩—৮৯৩
৩য় খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯১৯—৯৩৪
৭ম খণ্ড	অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড	বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-০৬/০৪-১৮৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ সাইম, পিতা-আব্দুল মোত্তালিব, মাতা-কোহিনুর বেগম, গ্রাম-চকডাকাতিয়া, ডাকঘর-খাটিয়ামারী, উপজেলা-ধুনট, জেলা-বগুড়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার ১০নং গোপালনগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **বিচার-৭/২-এন-৫৭/২০০৪-১৯০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আক্তারুজ্জামান, পিতা-রমজান মন্ডল, মাতা-হাছিনা, গ্রাম-গহেরপুর, ডাকঘর-তিতুদহ, উপজেলা-চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার নবগঠিত গড়াইটুপি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪২৭/০৮ অক্টোবর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০০৭.২০-৪৪২**—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল বারী, খামার ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত), মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শঠীবাড়ী, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর গত ১৮-০৪-২০০৮ তারিখ অফিস চলাকালীন দুর্নীতির দায়ে যৌথ বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৪০৯/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মিঠাপুকুর থানায় ১৮-০৪-২০০৮ তারিখ ৩৩ নম্বর মামলা দায়ের করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে জনাব মোঃ রেজাউল বারী-কে Bangladesh Service Rules এর ৭৩ বিধির বিধান মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০২। যেহেতু, তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং-৪৪২, তারিখ: ২৯-১১-২০১২ দাখিল করে। স্পেশাল জজ আদালত, রংপুর গত ২৯-০৮-২০১৯ তারিখ জি,আর ১৫০/ ০৮ (মিঠাপুকুর) মামলার আসামী জনাব মোঃ রেজাউল বারী-কে দোষী সাব্যস্ত করে ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে তিনি ক্রিমিনাল আপিল নং ১০৪৭৭/২০১৯ দায়ের করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ তাকে ০১ (এক) বছরের জন্য জামিন দেয়;

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল বারী, খামার ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত), মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শঠীবাড়ী, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডাদেশ আরোপের তারিখ অর্থাৎ ২৯-০৮-২০১৯ হতে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।

০৪। সেহেতু, অভিযুক্ত মোঃ রেজাউল বারী, খামার ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত), মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শঠীবাড়ী, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডাদেশ আরোপের তারিখ অর্থাৎ ২৯-০৮-২০১৯ হতে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

রওনক মাহমুদ
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ আশ্বিন, ১৪২৭/০৭ অক্টোবর, ২০২০

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৭.১৪-১৭৬**—জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/ প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০, তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'ফুয়েল চেকার' এর ০৪টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০২ (দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪২ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন জানান যে, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, টেবুলেশন শীট তৈরি, রেকর্ড সংরক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি এবং তাদের অনুকূলে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু ইত্যাদি কোন কাজে তিনি জড়িত ছিলেন না;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করতে সক্ষম না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, যুগ্ম-সচিব (আইন) রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে মামলাটি পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৭.১৪-১৪২ নং বিভাগীয় মামলাটি পুন:তদন্তের জন্য গত ০৩-০৮-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৯-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ ও পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)} বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ (২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪২ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা) হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৫.১৪-১৭৭**—জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/ প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০, তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'সহকারী কেমিস্ট' এর ০৩টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/ ২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০৩ (তিন) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৪ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন জানান যে, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, টেবুলেশন শীট তৈরি, রেকর্ড সংরক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি এবং তাদের অনুকূলে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রবেশ পত্র ইস্যু ইত্যাদি কোনো কাজে তিনি জড়িত ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রার্থীদের নম্বর প্রদান করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করতে সক্ষম না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্ম-সচিব (আইন) রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে মামলাটি পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৫.১৪-১৪৪ নং স্মারকে রজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য গত ০৩-০৮-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৯-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ ও পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)} বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ (২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৪ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা) হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩০.১৪-১৭৮**—জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/ প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'টুল কিপার' এর ০৮টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/ ২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'টুল কিপার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বরপত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০৪ (চার) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ লাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ১৬-০৯-২০১৫ তারিখের ১৫৭ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৩-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন জানান যে, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, টেবুলেশন শীট তৈরি, রেকর্ড সংরক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি এবং তাদের অনুকূলে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু ইত্যাদি কোনো কাজে তিনি জড়িত ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে নির্ধারিত ছকে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদান করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করতে সক্ষম না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্মসচিব (আইন) রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে মামলাটি পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ১৬-০৯-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩০.১৪-১৫৭ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি পুন:তদন্তের জন্য গত ০৩-০৮-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৯-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'টুল কিপার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ ও পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)} বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ (১৬-০৯-২০১৫ তারিখের ১৫৭ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা) হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৯.১৪-১৭৯**—জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০, তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'টিকেট ইস্যুয়ার' এর ০৩টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০২ (দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখের ১২৯ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন জানান যে, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, টেবুলেশন শীট তৈরি, রেকর্ড সংরক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি এবং তাদের অনুকূলে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু ইত্যাদি কোনো কাজে তিনি জড়িত ছিলেন না;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করতে সক্ষম না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্ম-সচিব (আইন) রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে মামলাটি পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ১৯-০৮-২০১৫ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৯.১৪-১২৯ নং বিভাগীয় মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য গত ০৩-০৮-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা গত ২৪-০৯-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ ও পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা সাবেক কর্ম-ব্যবস্থাপক, ডিজেল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)} বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ (১৯-০৮-২০১৫ তারিখের ১২৯ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা) হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৮.১৪-১৮০**—জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'ফুয়েল চেকার' এর ০৪টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০২ (দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৩ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৪-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ আমিনুল হাসান জানান যে, ফুয়েল চেকার পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতার মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিষয়ে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না;

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের ফুয়েল চেকার পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৫-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'ফুয়েল চেকার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৩ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৬.১৪-১৮১**—জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-৩/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'সহকারী কেমিস্ট' এর ০৩টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০৩ (তিন) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২৭-০৫-২০১৫ তারিখের ৯৬ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১১-০৬-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-০৭-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ আমিনুল হাসান জানান যে, 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতার মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বরপত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না;

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৫-২০২০ তারিখে পুনঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকতার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা-পূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'সহকারী কেমিস্ট' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ পুনঃতদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় গত ২৭-০৫-২০১৫ তারিখের ৯৬ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৩৬.১৫-১৮২**—জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং বাঃ রেঃ (পূর্ব)-২/২০১০ তারিখ: ২৮-১০-২০১০ মোতাবেক 'টিকেট ইস্যুয়ার' এর ০৩টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য চীফ পার্সোনেল অফিসার (পূর্ব) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৫-০৫-২০১১ তারিখের ৪৭০-ই/ননি/২০১০ (কমিটি) নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের নিয়োগ কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর পত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ০২ (দুই) জন প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগলাভে সহযোগিতা করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা হতে গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৫ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৪-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-১০-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে জনাব মোঃ আমিনুল হাসান জানান যে, 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতার মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বরপত্র/টেবুলেশন শীট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের খাতায় প্রাপ্ত নম্বর পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে লিখিত পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিষয়ে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না;

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৫-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, রেকর্ডপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান-এর বিরুদ্ধে আনীত বাংলাদেশ রেলওয়ের 'টিকেট ইস্যুয়ার' পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বা অবৈধ কার্যকলাপ বা যোগসাজস তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে মত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী প্রাক্তন এমএস/তিস্তামুখঘাট, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখের ১৪৫ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সেলিম রেজা
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২১.২০২০-৩৫৩**—যেহেতু ডা. নাফিসা আলী উপমা (১০০০৫৮৭), মেডিকেল অফিসার, শিলমুড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বরুড়া, কুমিল্লা গত ০৭-০৮-২০১২ খ্রি. হতে অদ্যাবধি একনাগাড়ে ০৭ (সাত) বছরের অধিককাল চাকরি হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু গত ০৮-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে তার চাকরিতে অনুপস্থিতিকাল (অনুমোদিত এবং অনুমোদনবিহীন ছুটিসহ) ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তার চাকরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে। ডা. নাফিসা আলী উপমা-এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০৮-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে তার চাকরির অবসান কার্যকর হবে। গত ০৭-০৮-২০১২ খ্রি. হতে তিনি কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। উক্ত তারিখ হতে কোনো বেতন ভাতাদি উত্তোলন করা হলে তা সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মো. আবদুল মান্নান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর, ২০২০

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৬.০০১.১৮(অংশ-১)-৫৪**—কবি নজরুল ইন্সটিটিউটের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ১২-০৬-২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় ট্রাস্ট্রি বোর্ডের একজন সদস্যের পদ শূন্য হয়। উক্ত শূন্যপদে নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ এর ৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৯-০৭-২০২০ তারিখের ৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৬.০০১.১৮ (অংশ-১)-৪০ নম্বর স্মারকে এবং ২০-০৯-২০২০ তারিখের ৫০ নম্বর স্মারকের পত্রদ্বয় আংশিক সংশোধন করে সরকার ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানুকে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন। এ নিয়োগ বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ এর মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আ.স.ম. হাসান আল আমিন
উপসচিব।

পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪২৭/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০২৬.১৭.২০৭**—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	চেয়ারম্যান	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।	সভাপতি
০২	যুগ্মসচিব/উপসচিব	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪	জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।	সদস্য
০৫	মিসেস সান্তনা চাকমা সদস্য	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।	সদস্য
০৬	মিসেস অনুসিনথিয়া চাকমা কালচারাল অফিসার	শিল্পকলা একাডেমি, রাঙ্গামাটি	সদস্য
০৭	জনাব স্বপন কুমর ত্রিপুরা	সুদীপ্তা দেওয়ান পাড়া, রাঙ্গামাটি	সদস্য
০৮	এ্যাড. জনাব মিহির বরণ চাকমা	চম্পকনগর, রাঙ্গামাটি	সদস্য
০৯	মিসেস কণিকা বড়ুয়া	রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি	সদস্য
১০	পরিচালক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময়ে যে কোনো মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০৪-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. ললিতা রানী বর্মন
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪২৭/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-২১৪**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৮৩৯০ মেজর আউয়াল উজ জামান, সিগন্যালস্-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ আশ্বিন ১৪২৭/০৫ অক্টোবর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০২**—যাত্রাবাড়ী থানার এফআইআর নং-১১২/৮৩২, তারিখ : ২৩-০৭-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৩**—যাত্রাবাড়ী থানার এফআইআর নং-১০২, তারিখ : ২০-০৭-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৪**—পল্লবী থানার মামলা নং-৪০(০৪)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর ২০২০

নং **৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-১৫৫**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)চ ধারার বিধান অনুযায়ী অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম উজ জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ঢাকাকে ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-১৫৬**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)গ ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব শাহীন আকতারকে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-১৫৭**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)জ ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-১৫৮**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)ঝ ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব শিবলী নোমান, সদস্য, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নকে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডের পূর্বের সদস্য জনাব জাবীদ অপু এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-১৬০**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)ট ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব নওশের আলী, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সকে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-এর প্রতিনিধত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আশ্বিন, ১৪২৭/০৬ অক্টোবর, ২০২০

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩৩.০৬.০৭১.১৭-২৭৫**—বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন, ২০১২ সালের ১৪ নং আইন ৭(১) এর (ধ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-মপবি/কঃবিঃশাঃ/উঃপঃ-২(বিবিধ)/২০০৬-১২০ সরকারি আদেশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ এর পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য হিসেবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

(১) শেখ কবির হোসেন, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
(বর্তমানে-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন)।

(২) কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, কোটালীপাড়া সদর, গোপালগঞ্জ।
(বর্তমানে-চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ)।

২। উক্ত আইনের ২ উপধারা (১)(ধ) ধারানুযায়ী সদস্যগণকে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হলো। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় এ মনোনয়ন বাতিল করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ নাজনীন সুলতানা
উপসচিব।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ নভেম্বর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **ত্রাপুম-শাখা-১/১-১৮/৭৮/১০৪৩**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—এই বিধিমালা 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় (অডিট শাখার গেজেটেড পদসমূহে নিয়োগ) বিধিমালা, ১৯৭৯' নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে-কোনো কর্মকর্তা;

(খ) 'কমিশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(গ) 'শিক্ষানবিশ' অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ঘ) 'প্রয়োজনীয় যোগ্যতা' অর্থ তপশিলে উল্লিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা;

(ঙ) 'তপশিল' অর্থ এই বিধিমালায় সংযুক্ত তপশিল; এবং

(চ) 'সুনির্দিষ্ট পদ' অর্থ তপশিলে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট পদ।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**—(১) তপশিলে বর্ণিত বিধানসাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ-সংক্রান্ত নির্দেশাবলি-সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো পদে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে, যথা :

(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে; অথবা

(খ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো সুনির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি উক্ত পদের জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে।

৪। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নিম্নতর পদ হইতে উচ্চতর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরিবৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৫। **শিক্ষানবিশি**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশি স্তরে নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার কর্ম ও আচরণ সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল শিক্ষানবিশির মেয়াদকালের মধ্যে তাহাকে সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন;

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ,

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে, উপবিধি (৪)-এর বিধানসাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ রহিয়াছে সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তপশিল

ক্রমিক নং	নির্দিষ্ট পদের নাম	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১।	সিনিয়র ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার	ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল পদ ও মর্যাদাধারী কর্মকর্তাকে প্রেষণের মাধ্যমে অথবা পদোন্নতির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** ফাইন্যান্স অফিসার, সিভিল রিলিফ হিসাবে অন্যূন ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা
২।	ফাইন্যান্স অফিসার, সিভিল রিলিফ	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরকারি যে কোনো দপ্তরের নিরীক্ষা ও হিসাব কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমপদ ও মর্যাদার অধিকারী একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা
৩।	সুপারিনটেনডেন্ট	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে নিরীক্ষা ও হিসাব কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমপদ ও মর্যাদার অধিকারী একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অডিটর অথবা উচ্চমান করণিক অথবা উচ্চমান সহকারী হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আমীর খসরু
সচিব।